প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: চাঁপাইনবাবগঞ্জ

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **১৮ টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**ছোট সোনা মসজিদ**	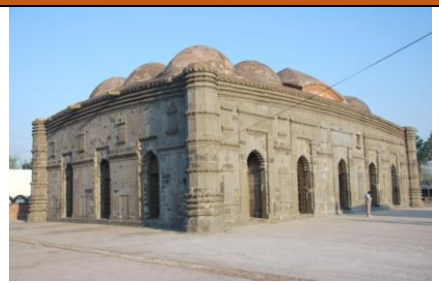	**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৪৮'৪৯.৪" উ. ৮৮°০৮'৩৫.৩" পূ.	বেঙ্গল সরকার রাজনৈতিক শাখা, কলকাতা এর প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৯৭ ১৫ এপ্রিল ১৯৩২	পনের গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে (৮৯৯-৯২৫ হিজরি) মধ্যে জনৈক আলীর পুত্র ওয়ালী মুহাম্মদ কর্তৃক রজব মাসের ১৪ তারিখে তৈরি করা হয় বলে শিলালিপি থেকে জানা যায়।
২.	**ছোট সোনা মসজিদের নিকটস্থ পাথরের সমাধি**		**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৪৮'৪৯.৫" উ. ৮৮°০৮'৩৭.১" পূ.	বেঙ্গল সরকার রাজনৈতিক শাখা, কলকাতা এর প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২৬৯৭ ১৫ এপ্রিল ১৯৩২	ছোট সোনা মসজিদের পূর্বদিকের তোরণ থেকে সামান্য পূর্ব-উত্তর দিকে ৩.২৩ মিটার আয়তনের মঞ্চাকারে নির্মিত একটি উঁচু বেদীতে পাশাপাশি অবস্থানরত দু'টি বাঁধান কবর আছে। কবরের দেয়ালে উৎকীর্ণ লিপিতে কোরানের বাণী রয়েছে। কবর দু'টি মসজিদ নির্মাতা ওয়ালী মোহাম্মদ ও তাঁর পিতা আলীর বলে মিঃ ক্রেইটন অনুমান করেন।
৩.	**শাহ নেয়ামত উল্লাহ ওয়ালী মসজিদ**	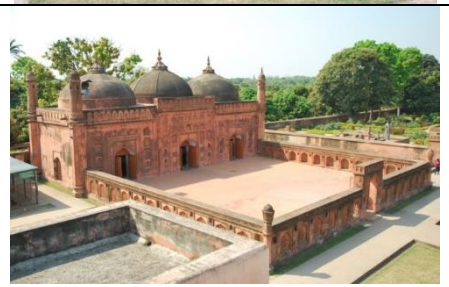	**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৪৯'০৫.০" উ. ৮৮°০৮'২১.৩" পূ.	বাণিজ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় (শিক্ষা বিভাগ) এর প্রজ্ঞাপন নম্বর: এফ.১৬-৬১/৫০ ২৮ মে ১৯৫১	শিবগঞ্জ উপজেলার ফিরোজপুরে অবস্থিত শাহ নেয়ামতল্লাহ (রহঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐশ্বর্য্যমন্ডিত তিন গম্বুজ জুম্মা মসজিদটি মোঘল যুগের একটি বিশিষ্ট স্থাপত্য কীর্তি। মসজিদটি ১৬৩৬ খ্রিঃ থেকে ১৬৫৮ খ্রিঃ এর মধ্যে নির্মিত হয়। মসজিদের ভেতর ও বাইরে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কারুকার্য নেই। তিনটি প্রবেশপথ ও ভেতরে তিনটি মিহরাব রয়েছে। দেয়ালে কয়েকটি তাক রয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণ নিয়মিতভাবে এই মসজিদে জুম্মা নামাজ আদায় করে থাকেন।
৪.	**শাহ নেয়ামত উল্লাহ ওয়ালীর সমাধি**	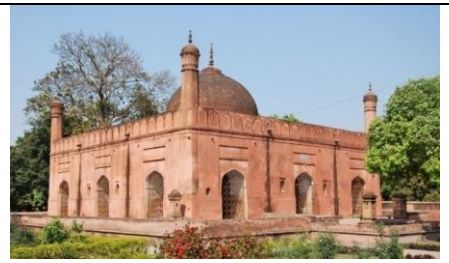	**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৪৯'০৬.৯" উ. ৮৮°০৮'২১.৯" পূ.	বাণিজ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় (শিক্ষা বিভাগ) এর প্রজ্ঞাপন নম্বর: এফ.১৬-৬১/৫০ ২৮ মে ১৯৫১	সুলতান শাহ সুজার রাজত্বকালে (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রিঃ) শাহ নেয়ামতুল্লহ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে রাজমহলে এসে গৌড়ের উপকণ্ঠে পিরোজপুরে স্থায়ীভাবে আস্তানা স্থাপন করেন। বলা হয় যে, তিনি শাহ সুজার আধ্যাতিক গুরু ছিল। দীর্ঘদিন তিনি এতদঅঞ্চলে সুনামের সাথে ইসলাম প্রচার করে ১০৭৫ হিজরী (১৬৬৪খ্রিঃ) মতান্তরে ১০৮০ হিজরীতে (১৬৬৯খ্রিঃ) পিরোজপুরেই সমাধিস্থ হন। সেই সমাধিস্থলটি বর্তমানে ইসলামী ধর্মীয় ঐতিহ্যের নিদর্শন বহন করছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫.	**শাহ সুজার তাহখানা**		**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৪৯'০৩.৮" উ. ৮৮°০৮'২২.২" পূ.	বাণিজ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় (শিক্ষা বিভাগ) এর প্রজ্ঞাপন নম্বর: এফ.১৬-৬১/৫০ ২৮ মে ১৯৫১	শাহ নেয়ামতুল্লাহ ওয়ালীর মাজার সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বে সুলতান শাহ সুজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দুই তলা ইমারতটির ভগ্নাবশেষ মোঘল যুগের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এ ইট নির্মিত ইমারতটি তাহাখানা নামে প্রসিদ্ধ। এখানে মোট ১৭টি কক্ষ আছে। গৌড়ের প্রাচীন কীর্তি সমূহের মধ্যে এ শ্রেণির ইমারত একটিই পরিলক্ষিত হয়।
৬.	**দারাস বাড়ী মসজিদ**		**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৪৯'৫৬.৬" উ. ৮৮°০৮'১১.৩" পূ.	নম্বর:৮০-বিবিধ ১৪ জানুয়ারি, ১৯১৬ *Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 24)*	দারাস বাড়ী মসজিদটি ৮৮৪ হিজরী বা ১৪৭৯ সালে দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। মসজিদের পরিমাপ বাইরের অংশে উত্তর-দক্ষিণে ১১১ ফুট এবং পূর্বে-পশ্চিমে ৬৭ ফুট। সম্মুখে ১৬ ফুট প্রশস্ত একটি বারান্দা ছোট সোনা মসজিদ ও কোতোয়ালী দরজার মধ্যবর্তী স্থানে ওমরপুরের সন্নিকটে দারসবাড়ি মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদের পূর্বদিক ৭টি দরজা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে আরো দু'টি করে দরজা বিদ্যমান। ফলে মসজিদের গম্বুজের সংখ্যা ছিল ২৪টি এবং ভল্টের সংখ্যা ছিল ৪টি।
৭.	**দারাস বাড়ী মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসা ঢিবি**		**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৪৯'৫৮.৫" উ. ৮৮°০৮'১৮.৬" পূ.	সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এল বি/১এ-৪/৭৯/৪৪/১ ২৮ মার্চ ১৯৭৯	শিলালিপি হতে জানা যায় যে, ৯০৯ হিজরী (১৫০৩ খ্রিঃ) সনে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্বকাল সুলতান কর্তৃক এ মাদ্রাসাটি নির্মিত হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালনা করা হয়। খননের ফলে এখানে ১৬৯ ফুট বর্গাকৃতির একটি মাদ্রাসার ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হয়েছে। বাংলাদেশে মুসলমান সুলতানদের এটি একটি অপূর্ব স্থাপত্য নিদর্শন। অনুরূপ কোন নিদর্শন অদ্যাবধি এ দেশে আবিষ্কৃত হয়নি।
৮.	**ধানীচক মসজিদ**		**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৪৯'৫৪.৭" উ. ৮৮°০৯'০০.৮" পূ.	নম্বর: ৮০-বিবিধ ১৪ জানুয়ারি, ১৯১৬ *Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 24)*	রাজবিবি মসজিদ বা খানিয়া দিঘী মসজিদের প্রায় অর্ধমাইল দক্ষিণে মাঝারি আকারের এ মসজিদটি ধানিচক মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের মিহরাব লতাপাতার কারুকার্য খঁচিত পোড়ামাটির ফলকচিত্র রয়েছে। বর্তমানে মসজিদটিতে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যাপকভাবে সংস্কার কাজ হয়েছে এবং নামাযের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রত্নসম্পদটির নির্মাতা সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও এটি ১৫ শতাব্দীতে নির্মিত বলে পন্ডিতবর্গ অনুমান করেন।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯.	**খানিয়া দীঘি মসজিদ**	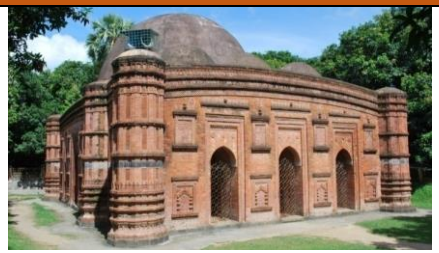	**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	২৪°৫০'২১.৭" উ. ৮৮°০৮'৫৩.৭" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: এফ.১৮-৩৭/৫৪-পূর্ব ০৩ নভেম্বও ১৯৫৪	খানিয়া দিঘীর অধিকতর নিকটে বলে মসজিদটিকে খানিয়া দিঘী মসজিদ নামে অভিহিত করা হয়। অনেকে একে রাজবিবি মসজিদও বলে থাকেন। মসজিদটি ৪টি গম্বুজ বিশিষ্ট। মসজিদের অষ্টাভূজাকৃতির নিটোল বুরুজ এবং সম্মুখে তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে। মসজিদটির নির্মাতা সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও এটি ১৫ শতাব্দীতে নির্মিত বলে পন্ডিতবর্গ অনুমান করেন।
১০.	**দুধ পুকুর ঢিবি** (দুধ পুকুর মাউন্ড)		**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	-	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ অক্টোবর ২০০৫ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-১০২৩)	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নের কাঞ্চনপুর মৌজায় ৮৫ নং দাগের উপর ঢিবিটি অবস্থিত। ঢিবিটির পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ৪৫ মিটার ও পূর্ব-পশ্চিমে ৩৪ মিটার। পার্শ্ববর্তী ভূমি থেকে উচ্চতা আনুমানিক ৫ মিটার। ঢিবিটি উত্তর পাশে একটি পুকুর রয়েছে। ঢিবিটি স্থানীয় ইট সংগ্রহকারীদের দ্বারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ঢিবিটির উপর এখনও অসংখ্য ইট ও ইটের টুকরা লক্ষ্য করা যায়।
১১.	**খোজার ঢিবি**		**শিবগঞ্জ** শিয়ালমারা	-	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ অক্টোবর ২০০৫ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-১০২২)	প্রাচীন এ সাংস্কৃতিক ঢিবিটির দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ৬০ মি এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৫০ মি। এর উচ্চতা সমতল ভূমি হতে ৩ মিটার উঁচু। খুব সম্ভব এটি একটি সুলতানী আমলের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ। ঢিবিটির চারপাশে প্রচুর পরিমাণে মৃৎপাত্রের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং বড় বড় কালো পাথরের স্তম্ভ এখনো এখানে সেখানে পড়ে আছে। এখানে ২১ টি পাথরের টুকরা একত্রিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।
১২.	**টিয়াকাটি কালভার্ট-১**		**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	-	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ অক্টোবর ২০০৫ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-১০২২)	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নের সিংগারহাট মৌজার টিয়াকাটি গ্রামে এ কালভার্টটি অবস্থিত। বাংলার স্বাধীন সুলতান ইলিয়াস শাহী হতে হোসেন শাহী সুলতানগণের শাসনামলে এ কালভার্টটি নির্মিত হয়েছিল। চুন-সুরকি ও ইট দ্বারা নির্মিত কালভার্টটি মূলত পানি নিষ্কাশন এবং যোগাযোগের ব্যবস্থা সহজিকরণের নিমিত্ত তৈরী করা হয়।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩.	**টিয়াকাটি কালভার্ট-২**		**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	-	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ অক্টোবর ২০০৫ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-১০২২)	বাংলার স্বাধীন সুলতান ইলিয়াস শাহী হতে হোসেন শাহী সুলতানগণের শাসনামলে এ কালভার্টটি নির্মিত হয়েছিল। কালভার্টটির পশ্চিম দিকে খিরির বিল এবং পূর্ব দিকে পাগলানদী ও বানিয়াদিঘী প্রবাহিত। চুন ও বালি মিশ্রণে পোড়া ইট দ্বারা তৈরি কালভার্টটি সুলতানী আমলে মূলত যাতায়াতের সুবিধার্থে এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য নির্মিত হয়েছিল। এর গভীরতা ২ মি এবং ৪ মি প্রশস্ত।
১৪.	**কমুরা দীঘি ঢিবি** (কামার দিঘি মাউন্ড)		**শিবগঞ্জ** শাহবাজপুর	-	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ অক্টোবর ২০০৫ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-১০২২)	এ প্রত্নস্থল ছোট সোনা মসজিদ থেকে ৫ কিমি উত্তর-পূর্ব শাহবাজপুর ইউনিয়নের চাপড় মৌজার জিয়ারপুর গ্রামে অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে এটিকে কয়রাদিঘী দরগা নামেও চিহ্নিত করা হয়। প্রত্নস্থলটির দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ৪২মি. এবং পুর্ব-পশ্চিমে ৪০মি.। এর উচ্চতা ২.৫০ মিটার। বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে সাংস্কৃতিক ঢিবি হিসেবে রয়েছে। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্থাপত্য কাঠামোটি উন্মোচন করা সম্ভব হবে এবং দর্শক পর্যটকদের সম্মুখে উপস্থাপনযোগ্য করা যাবে।
১৫.	**গৌড়স্থ দুর্গ প্রাচীর**		**শিবগঞ্জ** শিয়ালমারা	-	বাংলাদেশ গেজেট ১৩ অক্টোবর ২০০৫ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-১০২২)	গৌড় দুর্গের দক্ষিণ প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থান জুড়ে রয়েছে 'কোতওয়ালী দরজা' নামের একটি ভাঙা অংশ। এটিকে গৌড়ের সিংহদ্বার বলা হয়। এখানে নগর পুলিশ (কোতওয়াল) গৌড় নগরীর দক্ষিণ দেয়াল রক্ষা করার কাজে নিয়োজিত থাকতো। ভিতরে ও বাইরে প্রতিটি সম্মুখভাগে ৬ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট দু'টি করে মোট চার'টি অর্ধবৃত্তাকার বুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলোর প্রতি পার্শ্বে অলংকৃত স্তম্ভের উপর স্থাপিত কুলঙ্গি রয়েছে। এ তোরণ অভ্যন্তরে সশস্ত্র প্রহরীদের আবাস কক্ষগুলি বিভিন্ন প্রকার নকশাযুক্ত কারুকাজ ও পোড়ামাটির অলংকরণে সুসজ্জিত যদিও বর্তমানে খিলান ভেঙ্গে পড়েছে।
১৬.	**কানসাট রাজবাড়ী**		**শিবগঞ্জ**	২৪°৪৩'৫৪.০" উ. ৮৮°১০'১০.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৭ এপ্রিল ২০১১ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-১৭১)	কানসাট রাজবাড়ী জমিদার বংশের আদি পুরুষরা পূর্বে বগুড়া জেলার কড়াইঝাকইর গ্রামে বসবাস করতেন। সেখান থেকে এসে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কানসাট নামক গ্রামে এসে বসতি গড়ে তোলেন। তারপর এখানে তারা জমিদারি প্রথা চালু করেন। তবে কবে তারা জমিদারি চালু করেন তা জানা যায়নি। এ জমিদার বংশের মূল প্রতিষ্ঠাতা হলেন সূর্যকান্ত, শশীকান্ত ও শীতাংশুকান্ত।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৭.	**রহনপুর প্রাচীন সৌধ**		**গোমস্তাপুর** রহনপুর	২৪°৪৯'২৯.৯" উ. ৮৮°২০'০৪.৯" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগ এর প্রজ্ঞাপন নম্বর: এলবি/১এ-৭৪/৭৭/৯৬ ০৩ মার্চ ১৯৭৮	রহনপুর রেলওয়ে স্টেশন হতে আধা কিলোমিটার পূর্বে এবং অত্যন্ত প্রাচীন এ ঢিবিটি নওদা বুরুজ হতে আধা কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর পৌরসভার ধুলাউড়ি গ্রামে অবস্থিত। এটি একটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট অষ্টাকোণাকৃতির সমাধি সৌধ। চার দেয়ালে চারটি কুলুঙ্গি আছে। গম্বুজের ভিতরে এক সারি মারলন ডেকোরেশন রয়েছে। সমাধি সৌধটির চুন ও সুরকির গাঁথুনি এবং নির্মাণ শৈলী দেখে এটি বৃটিশ আমলের প্রথমদিকে নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়।
১৮.	**নওদা বুরুজ ঢিবি ও তৎসংলগ্ন নীচু ঢিবি** (ষাড় বুরুজ)		**গোমস্তাপুর** রহনপুর	২৪°৪৯'৪৯.৪" উ. ৮৮°২০'১০.৭" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগ এর প্রজ্ঞাপন নম্বর: এলবি/১এ-৬৯/৭৭/১২৩৭ ১৪ নভেম্বর ১৯৭৭	চাঁপাইনবাবগঞ্জের ২৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র রহনপুর। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ক্ষুদ্র অথচ খরস্রোতা নদী পূর্ণর্ভবা। আর রহনপুরের রেল স্টেশনের ঠিক উত্তরে এক কি. মি. গেলেই বেশ উঁচু একটি ঢিবি নজরে পড়ে। সমতল ভূমি থেকে প্রায় ৭৪ ফুট উঁচু এবং ৩৫০ ফুট পরিধি এই বুরুজ। এটি একেবারে খাড়া নয় অনেকটা পিরামিডের মত। এই স্থানটি নওদা বুরুজ বা স্থানীয়ভাবে ষাড় বুরুজ নামে পরিচিত।